

সিলেটে ছাত্রদলের কামাট গঠন নিয়ে উত্তেজনা চরমে

□ সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেও নেতারা আসেননি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সিলেট কার্যালয় : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জেলা, মহানগর ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়(শাবিপ্রবি) শাখার নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। এখানে বিরাজ করছে তীব্র উত্তেজনা। তাই আহৃত সাংবাদিক সম্মেলন করা যায়নি।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদল শনিবার যথাক্রমে ৫১, ৪১ ও ৩১ সদস্যবিশিষ্ট ওই তিনটি শাখা কমিটি অনুমোদন করে। এতে জেলায় এমরান আহমদ চৌধুরী, মহানগরে জিয়াউল গনি আরেফিন জিন্নুর ও শাবিপ্রবিতে রেজা শরিফ কামাল আহ্বায়ক মনোনীত হয়েছেন। কয়েকজন করে যুগ্ম আহ্বায়কও রাখা হয়েছে।

সিলেটের তিনটি শাখার সাথে সুনামগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের ৫১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন আহ্বায়ক কমিটিও অনুমোদন লাভ করে। ছাত্রদলের এসব শাখা কমিটি সাধারণ নেতা-কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

কারণ দায়িত্বপ্রাপ্তদের অনেকেই এখন ছাত্র নন। কারও কারও বিরুদ্ধে রয়েছে সম্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ। আবার কেউবা বহিস্কৃত। এছাড়া কেউ কেউ বিবাহিত বলেও জানা গেছে। তাই গঠনতন্ত্র সিলেটে : পৃঃ ২ কঃ ৪ হয়েছে।

সিলেটে : উত্তেজনা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। একসময় সিলেটে ছাত্রদলের মোট চারটি গ্রুপ তৎপর ছিল; কিন্তু সাম্প্রতিক ভয়াবহ প্রকাশ্য বন্দুকযুদ্ধের পর একটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অন্য তিনটি বহাল। এগুলোর প্রত্যেকটিকে পদ ভাগ করে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ তিনটি শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সিলেটে ছাত্রদলের সাংগঠনিক ভিত্তি ভাল। তবে নতুন নেতৃত্ব বিকশিত না হওয়ায় কর্মকাণ্ডে এক ধরনের স্থবিরতা বিদ্যমান ছিল অনেকদিন ধরে। এ অবস্থায় জেলা কার্যকরী পরিষদ বাতিল করে দেয় বিএনপি। প্রায় সকলেই এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। সেই সাথে আশায় বুক বাঁধে, ওই তিনটি শাখায়, বিশেষত জেলা ও মহানগরে এবার নতুন নেতৃত্ব আসবে সামনে এবং সেটা অবশ্যই ত্যাগী, মেধাবী ও নিয়মিত ছাত্রদের ভেতর থেকে। না হলে সংগঠনে গতিশীলতা আসবে না। বরং অবস্থান যেখানে আছে সেখানেই থেকে যাবে।

কমিটি ঘোষণার পর ছাত্রদল সোমবার বিকেলে সিলেট প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছিল; কিন্তু সাংবাদিকরা যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হলেও আয়োজকদের কেউ আসেনি। অনুমান করা হচ্ছে, নতুন তিনটি শাখা কমিটি গঠন নিয়ে সৃষ্ট বিরোধের প্রকাশ এড়াতেই নতুন নেতৃত্ব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়নি।